নিবন্ধ

বিশ্ব ডলফিন দিবস

নদীর প্রাণ ডলফিন-শুশুক, নিরাপদে বেঁচে থাকুক

দীপংকর বর

প্রকাশ: বৃহস্পতিবার ২৪ অক্টোবর ২০২৪, ১০:২৬

ডলফিন শুধু সমুদ্র ও নদীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে না বরং আমাদের পরিবেশের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডলফিন শুধু পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখে না, তারা আমাদের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত জীবনের অংশ। বাংলাদেশের সুন্দরবন ও উপকূলীয় অঞ্চলের জীববৈচিত্র্যের সঙ্গে ডলফিন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের দায়িত্ব শুধু নিজেদের জন্য নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও ডলফিনের এ সুন্দর প্রজাতিকে সংরক্ষণ করা।

ডলফিন বা শুশুক নদী ও সমুদ্রের সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করে। ডলফিন আমাদের পরিবেশের এক গুরুত্বপূর্ণ সূচক। জলজ বাস্তুসংস্থানের স্বাস্থ্য ও স্থিতিশীলতা নির্ভর করে এ প্রজাতির ওপর। বিশেষ করে মিঠা পানির ডলফিন জলজ প্রাণীদের খাদ্যশৃঙ্খল সুরক্ষিত রাখে। জলবায়ু পরিবর্তন ও দূষণ যখন আমাদের নদী, হ্রদ ও সাগরকে বিপর্যস্ত করে তুলছে, তখন ডলফিন এক ধরনের প্রাকৃতিক 'সতর্ক বার্তা' দেয়। যদি ডলফিনের সংখ্যা কমতে থাকে বা তাদের মধ্যে রোগ দেখা দেয়, তা সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রে দূষণ বা অন্যান্য পরিবেশগত সমস্যার ইঙ্গিত দেয়। তাই ডলফিনের অবস্থান ও সংখ্যা পরিবেশের সঠিক অবস্থা জানার অন্যতম প্রধান মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত। তারা শিকারি হিসেবে দুর্বল ও অসুস্থ মাছ খায়, যা পানির জীববৈচিত্র্যকে স্বাস্থ্যকর রাখে। ডলফিনের এ শিকার করার প্রবণতা সমুদ্রের মাছের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখে, যা সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। ডলফিনের সংরক্ষণ সামুদ্রিক জীবনের অন্যান্য প্রজাতির জন্যও উপকারী, কারণ তাদের অনুপস্থিতি বা সংখ্যার হ্রাস সামুদ্রিক পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করতে পারে।

বিশ্বের অন্যান্য ডলফিনসমৃদ্ধ দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও মিঠাপানির ডলফিন সংরক্ষণে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি বছর বন অধিদপ্তর কর্তৃক এ দিবস পালন করা হয়। 'নদীর প্রাণ ডলফিন-শুশুক, নিরাপদে বেঁচে থাকুক' প্রতিপাদ্যে ২৪ অক্টোবর আন্তর্জাতিক মিঠাপানির ডলফিন দিবস পালিত হবে। এ বছর দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকার পাশাপাশি পাবনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা বাগেরহাটেও বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

সম্পাদকীয় থেকে আরো পড়ুন

কৃষি উৎপাদন • অনেক উৎপাদন বেড়েছে কিন্তু এ উৎপাদন বাড়াতে আমাদের কী কী ক্ষতি হয়েছে তার মূল্যায়ন করতে হবে

কৃষি উৎপাদন • কৃষকদের উৎসাহিত করতে হবে পরিবেশের ক্ষতি করে না এমন চাষে

ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ জারি • সুশাসন ও সক্ষমতা বাড়ানোয় ভূমিকা রাখুক নতুন অধ্যাদেশ

কৃষি উৎপাদন • মাটির স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাওয়ায় দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে দেশে সবচেয়ে বেশি রাসায়নিক সার ব্যবহার হচ্ছে

বহির্বিশ্বে সীমিত হয়ে আসছে বাংলাদেশীদের গন্তব্য • অবৈধভাবে বিদেশ গমন ঠেকানোর পাশাপাশি দেশে শোভন কর্মসংস্থান জরুরি

বন অধিদপ্তরের তথ্যমতে, আমাদের দেশে যে দুটি নদীর ডলফিন আছে তা হলো শুশুক ডলফিন আর ইরাবতী ডলফিন। আইইউসিএনের গ্লোবাল রেড লিস্ট ক্যাটাগরিতে দুটিই ঝুঁকিপূর্ণ 'এন্ডেঞ্জার্ড অ্যানিমেল'। ইরাবতীদের বাস আমাদের ৭২০ কিমি উপকূলীয় নদী কিংবা সাগরমুখে আর শুশুক ডলফিন বিচরণ করছে দেশে বিদ্যমান ৭০০ নদীর ২৪ হাজার কিমির একটি বড় অংশজুড়ে। যদিও বর্ষা মৌসুম ব্যতিরেকে শুষ্ক মৌসুমে এদের আবাসস্থল কমে বেশ সংকুচিত হয়ে যায়। এ নদীর ডলফিন সংরক্ষণে বিশ্বের ডলফিন রেঞ্জ দেশগুলোর অনেক দেশের চেয়ে বাংলাদেশের পদক্ষেপ কিন্তু অনেকটাই অগ্রগামী। আশার কথা হলো, আমাদের ডলফিনের আবাসের জন্য বিস্তীর্ণ জলরাশি রয়েছে। আমাদের প্রমত্তা পদ্মা, যমুনা, মেঘনাসহ, ব্রহ্মপুত্র, হালদা, বলেশ্বর, গড়াই-মধুমতী, ডাকাতিয়া প্রভৃতি নদীই রিভার ডলফিনের উপযুক্ত আবাসস্থল। বেশ কয়েক বছর ধরেই আমরা ডলফিন ও নদী বাঁচাতে মানুষের সচেতনতা বাড়াতে নানা কার্যক্রম গ্রহণ করে যাচ্ছি।

বাংলাদেশে গঙ্গা নদীর ডলফিনসহ অন্যান্য প্রজাতির ডলফিন বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে। এর প্রধান কারণ হলো নদীর দূষণ, অপ্রয়োজনীয় মাছ ধরার জাল, জলবিদ্যুৎ বাঁধ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নদীর প্রবাহে পরিবর্তন। এদের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে, যা আমাদের বাস্তুসংস্থানকে ঝুঁকিতে ফেলছে। ডলফিন সংরক্ষণ কেবল একটি প্রজাতি সংরক্ষণ নয় বরং আমাদের পরিবেশের সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার এক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। যখন ডলফিনকে রক্ষা করা হয়, তখন তা জলজ পরিবেশের অন্যান্য প্রাণীদের জন্যও উপকার বয়ে আনে।

বাংলাদেশ সরকার এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এরই মধ্যে ডলফিন সংরক্ষণে বেশকিছু কার্যক্রম শুরু করেছে। গঙ্গা নদীর ডলফিন সংরক্ষণে বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে ডলফিনের বাস্তুসংস্থান উন্নত করার পাশাপাশি তাদের সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। ডলফিনের আবাসস্থল সংরক্ষণ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। ২০১২ সালে গাঙ্গেয় ডলফিনকে সংরক্ষিত প্রজাতির মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে, যা এদের রক্ষার প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

সুন্দরবন ডলফিনের নিরাপদ আবাসস্থল হওয়ায় ২০১২ সালের জানুয়ারিতে দেশের প্রথম তিনটি ডলফিন অভয়ারণ্য ঘোষিত হয়। সুন্দরবনের চাঁদপাই, ঢাংমারী এবং দুধমুখী ডলফিন অভয়ারণ্যে যেকোনো সময় গেলেই ডলফিন দেখা যায়। সুন্দরবন এবং এর আশপাশের এলাকায় ২০২০ সাল পর্যন্ত ডলফিন এবং জলজ প্রতিবেশ রক্ষায় সরকারের প্রথম প্রকল্পটি সত্যিকার অর্থেই একটি সফল প্রকল্প। যে প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুন্দরবন নির্ভর জনসাধারণ বিশেষ করে জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যে ডলফিনের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বেড়েছে।

ডলফিন সংরক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে হালদা নদীতে ডলফিনের সংখ্যা নির্ণয় এবং ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বন অধিদপ্তরের টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের আওতায় 'ডলফিন কনজারভেশন প্রোগ্রামস ইন যমুনা, হালদা অ্যান্ড আদার ইম্পর্টেন্ট রিভারস' বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে ডব্লিউসিএস বাংলাদেশ গাঙ্গেয় ডলফিনের ওপর ব্যাপক পর্যালোচনা ও গভীরতার সমীক্ষা পরিচালনা করে। বাংলাদেশ মেঘনা ও এর শাখা নদী, পদ্মা, যমুনা, কর্ণফুলী ও হালদা নদীর ১ হাজার ৯০৫ কিমি এলাকাজুড়ে নদীর ডলফিনের ভিজুয়াল বোটভিত্তিক সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। দুটি স্বাধীন পর্যবেক্ষক দল দ্বারা সমীক্ষা চালানো হয়। এ সমীক্ষার ফলে প্রায় ৬৩৬টি দল বা ১ হাজার ৩৫২টি গাঙ্গেয় ডলফিনের উপস্থিতি নির্ধারণ করা হয়।

নদীর চ্যানেল, গভীরতা ও পানির গুণগত মান সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এসব তথ্য বিশ্লেষণ করে ১৬টি হটস্পট চিহ্নিত করে যেখানে গাঙ্গেয় ডলফিনের উপস্থিতি বেশি দেখা যায়। এর মধ্যে সাতটি হটস্পটকে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে সংরক্ষণ প্রকল্পের জন্য অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত ডব্লিউসিএস সাতটি হটস্পটের মধ্যে পাঁচটি এবং একটি ডলফিন অভয়ারণ্যে গাঙ্গেয় ডলফিনের প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ সম্পর্কিত কেএপি সমীক্ষা পরিচালনা করেছে। কেএপি সমীক্ষার সময় ডলফিন রেসপন্স টিমের সদস্যদেরও চিহ্নিত করা হয় যারা জড়ানো বা আটকে পড়া জীবিত ডলফিনকে উদ্ধার, মৃত্যুর ঘটনা রিপোর্ট এবং স্থানীয় জনগণকে সচেতন করতে প্রশিক্ষণ পাবেন। স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ও সচেতনতা বাড়ানোর জন্য ডব্লিউসিএস স্টিকার, পোস্টার, টি-শার্ট, ক্যাপ ও সাইনবোর্ডসহ শিক্ষামূলক উপকরণ তৈরি করেছে, যা গাঙ্গেয় ডলফিন সংরক্ষণের বার্তাগুলোকে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করছে।

দেশব্যাপী ডলফিন সংরক্ষণ কার্যক্রম আরো জোরদার করার জন্য এবং বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর কর্তৃক শুশুক বা গাঙ্গেয় ডলফিনকে জাতীয় জলজ প্রাণী হিসেবে ঘোষণা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হলে ডলফিন সংরক্ষণ আরো গুরুত্ব পাবে বলে আশা করা যায়। এর বাইরে মিঠা পানির ডলফিন সংরক্ষণে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে কাজ করছে বাংলাদেশ সরকার। গবেষণা, ডলফিনের গতিবিধি ও স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ এবং প্রজননসংক্রান্ত উদ্যোগও গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন নদীতে পর্যটন নিয়ন্ত্রণ ও নদী দূষণ রোধে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ বাড়ানো হয়েছে।

ডলফিন সংরক্ষণে সফলতা পেতে হলে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ ও সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি। প্লাস্টিক, রাসায়নিক পদার্থ এবং অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য নদীতে ফেলার ফলে ডলফিনের আবাসস্থল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমাদের প্রতিটি ব্যক্তির দায়িত্ব হলো নদী ও সমুদ্র দূষণ বন্ধে সচেতন হওয়া। প্লাস্টিকের ব্যবহার কমিয়ে পুনর্ব্যবহারযোগ্য পণ্যের ব্যবহারকে উৎসাহিত করা উচিত। জেলে সম্প্রদায়কে সচেতন করা প্রয়োজন, যাতে তারা ডলফিন সংরক্ষণের লক্ষ্যে জাল ব্যবহার করার সময় সতর্ক থাকেন। ডলফিন সংরক্ষণের জন্য নিরাপদ ও আইনসম্মত মাছ ধরার পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। নদী ও উপকূলীয় এলাকায় নৌযান চালানোর সময় ডলফিনের প্রতি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে তারা দুর্ঘটনার শিকার না হয়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম, সামাজিকমাধ্যম ও স্থানীয় কমিউনিটির মাধ্যমে ডলফিন সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন। বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম, কর্মশালা এবং প্রচারণার মাধ্যমে মানুষের মাঝে এ বিষয়ে ধারণা দেয়া যেতে পারে। নৌকাভ্রমণ বা পর্যটনের ফলে ডলফিনের স্বাভাবিক চলাচলে বাধা সৃষ্টি হতে পারে। পর্যটকদের ডলফিন দেখার ক্ষেত্রে দূরত্ব বজায় রাখা ও নির্দিষ্ট নিয়মাবলি মেনে চলা উচিত। বাংলাদেশে মিঠা পানির ডলফিন সংরক্ষণের জন্য বেশকিছু আইন ও বিধিনিষেধ রয়েছে, কিন্তু এর সঠিক প্রয়োগ প্রয়োজন। আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে শাস্তির ব্যবস্থা আরো জোরদার করতে হবে।

ডলফিন শুধু সমুদ্র ও নদীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে না বরং আমাদের পরিবেশের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডলফিন শুধু পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখে না, তারা আমাদের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত জীবনের অংশ। বাংলাদেশের সুন্দরবন ও উপকূলীয় অঞ্চলের জীববৈচিত্র্যের সঙ্গে ডলফিন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের দায়িত্ব শুধু নিজেদের জন্য নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও ডলফিনের এ সুন্দর প্রজাতিকে সংরক্ষণ করা।
ডলফিন আমাদের জীববৈচিত্র্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তাদের রক্ষা করা আমাদের পরিবেশগত দায়িত্ব। ডলফিন সংরক্ষণে আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। জনসচেতনতা, সরকারের কঠোর উদ্যোগ এবং পরিবেশবান্ধব আচরণের মাধ্যমে আমরা ডলফিনদের রক্ষা করতে পারি। বিশ্ব ডলফিন দিবস উপলক্ষে আসুন আমরা সবাই প্রতিজ্ঞা করি, আমাদের নদী ও সাগরের এ অমূল্য প্রজাতিকে রক্ষা করে আমাদের পরিবেশকে নিরাপদ ও সমৃদ্ধ রাখব।

দীপংকর বর: জনসংযোগ কর্মকর্তা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

আরও

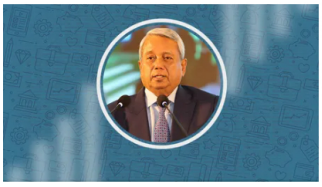

কৃষি উৎপাদন • **কৃষি খাতের ঋণ ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হবে**

আমাদের কৃষি খাত ও উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়ে কথা বলা দরকার। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাংলাদেশ কৃ...

১২ মে, ২০২৫

কৃষি উৎপাদন • **পরিবেশের ক্ষতি করতে পারে এমন কোনো প্রকল্প শর্তারোপ করেও অনুমোদন দেয়া যাবে না**

কৃষি, মানুষের খাদ্যনিরাপত্তা ও প্রাণ-প্রকৃতি একে অন্যের সঙ্গে জড়িত। রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য হলো মানুষকে খাদ্যনিরাপত্তা দেয়া,...

১১ মে, ২০২৫

কর ব্যয় নীতিমালা ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রকাশ • **নীতিমালাটির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হোক**

গত বুধবার কর ব্যয় নীতিমালা এবং এর ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রকাশ করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এতে বলা হয়েছে...

১১ মে, ২০২৫

কৃষি উৎপাদন • **শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন কমায় কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের বিকল্প নেই**

আমি একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এ কৃষিবিষয়ক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে চাই। সেটি হচ্ছে আমাদের গ্রামাঞ্চলে...

১১ মে, ২০২৫

খাদ্যনিরাপত্তা • **কৃষিতে বিনিয়োগ কমায় সাম্প্রতিককালে উৎপাদন বাড়লেও প্রবৃদ্ধির হার ধীরে ধীরে কমছে**

গত ৫৪ বছরে যে উন্নয়ন হয়েছে সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান উন্নয়ন হয়েছে কৃষি খাতে। ৪০ বছর আগে যখন মাঠে-ঘাটে গিয়েছে তখন...

১০ মে, ২০২৫

খাদ্যনিরাপত্তা • **স্থানীয় শিল্পকে সুরক্ষা না দিলে শিল্প ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে না**

ফসলের অত্যাবশ্যকীয় একটি উপাদান বালাইনাশক। এটি ফসল উৎপাদন ও সুরক্ষার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এটি ফসলের...

১০ মে, ২০২৫

বণিক বার্তা

সম্পাদক ও প্রকাশক: দেওয়ান হানিফ মাহমুদ

বিডিবিএল ভবন (লেভেল ১৭), ১২ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ: পিএবিএক্স: ৫৫০১৪৩০১-০৬, ই-মেইল: news@bonikbarta.com, onlinenews@bonikbarta.com (অনলাইন)
বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ: ফোন: ৫৫০১৪৩০৮-১৪, ফ্যাক্স: ৫৫০১৪৩১৫

স্বত্ব © ২০১১-২০২৫ বণিক বার্তা